ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ডিএফআইডি প্রতিনিধি দলের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পরিদর্শন

বদলে যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো

খুলনা জেলায় প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ডিএফআইডি-এর প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন ডিএফআইডি'র এডুকেশন এডভাইজার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোশাররফ হোসেন।

প্রতিনিধি দল ২৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আমিরপুর ইউনিয়নের কোরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এছাড়াও প্রতিনিধিদল এসএমসি, পিটিএ, জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মতবিনিময় সভা শেষে ডিএফআইডি'র এডুকেশন এডভাইজার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া বলেন, দুইটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এবং আপনাদের কথা শুনে মনে হয়েছে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বদলে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে এলাকার জনগণের সম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরো বলেন, আগামী মে মাসে Joint Annual Review Meeting অনুষ্ঠিত হবে। এ মিটিংয়ে আমরা বিষয়গুলো উপস্থাপন করব।

প্রকল্প অফিস পরিদর্শন

প্রতিনিধি দল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন। প্রকল্প অফিসে পৌঁছালে আশ্রয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন তাদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। প্রকল্প অফিস পরিদর্শন কালে তারা বোর্ডে প্রদর্শিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য ও আলোকচিত্র ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে প্রকল্প সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

ঝালবাড়ি ও কোরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন

পরিদর্শক দল বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আমিরপুর ইউনিয়নের কোরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তারা শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তারা বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা বিকাশি কার্যক্রম যেমন- আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ, মডেল বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদির প্রশংসা করেন। এছাড়াও বিদ্যালয় চত্বরে ফুলের বাগান স্থাপন, বিদ্যালয়ের কক্ষ সুসজ্জিতকরণ, পাঠাগার ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

বদলে যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সাথে মতবিনিময় সভা

ডিএফআইডি প্রতিনিধি দল বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নের কোরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ-র সদস্য, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করেছি, এই গ্রুপে কারা প্রতিনিধিত্ব করছে, কমিটি কীভাবে গঠিত হয়েছে, কমিটি ও ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম, কমিটির সদস্যদের দায়দায়িত্ব, ওয়াচ গ্রুপের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মো: মাহমুদ।

ডিএফআইডি-এর এডুকেশন এডভাইজার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বিশেষ অর্জন কী জানতে চাইলে সদস্যগণ নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের অর্জনসমূহ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে,
- বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে,
- সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসেম্বলি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে,
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে,
- বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণ বাস্তব ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করছেন,
- এসএমসি ও মা সমাবেশ নিয়মিত হচ্ছে,
- শিক্ষা কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে,
- মডেল বিদ্যালয় (দুপচাঁচিয়া ও শিবরাম) পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে,
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে,
- ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা ও বাদ্যযন্ত্র প্রদান, বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট, প্রাচীর ও গেট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে,
- শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে,
- স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন ও কমিউনিটির সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে,
- শিক্ষামেলার আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এলাকায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে,
- বছরের শুরুতেই বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

জামিল মুস্তাক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপনে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমভুক্ত এলাকার স্কুলসমূহে নিরাপদ পানীয় জলের অভাব একটি সাধারণ সমস্যা। অনেকগুলো বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। এসেড-এর প্রধান নির্বাহী জাফর ইকবাল চৌধুরী ও তেঘরিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাজিদা বেগম স্থানীয় সরকার, হবিগঞ্জ-এর উপ-পরিচালক দিলীপ কুমার বণিকের (ছবিতে ডানে) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সমস্যা তুলে ধরেন। উপ-পরিচালক মহোদয় গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাতাসর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও টঙ্গীরঘাট বাতাসর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। এ উদ্যোগের ফলে এবং উপর্যুক্ত তিনটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র সভাপতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হবিগঞ্জ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মার্চ ২০১৫ মাসের সভায় এ তিনটি বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখা থেকে এ সংক্রান্ত কাজের আদেশ জারি করা হয়।

উন্মুক্ত বাজেট ও শিক্ষাখাত শীর্ষক প্রকাশনা

মেহেররপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের 'উন্মুক্ত বাজেট ও শিক্ষাখাত' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি সম্পাদনা করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর নির্বাহী পরিচালক আশাদুজ্জামান সেলিম। পুস্তিকা প্রকাশনা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী, জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাঃ ফরহাদ হোসেন (দোদুল), মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদ হোসেন প্রমুখ। এ পুস্তিকায় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক বাজেট তুলে ধরা হয়। এছাড়াও শিক্ষাখাতে বাজেট ব্যয় পরিকল্পনা, ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ও জনঅংশগ্রহণ, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ পুস্তিকায় স্থান পায়। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষাখাতে ৪ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়। এ পুস্তিকা প্রকাশনায় সহযোগিতা করে গণসাক্ষরতা অভিযান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ।

টঙ্গিরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য জনঅংশগ্রহণে ৩৪ হাজার টাকা অনুদান সংগৃহীত

১৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন, সম্পদ সংগ্রহ ও জবাবদিহিতায় তৃণমূলের উদ্যোগ বিষয়ে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে তেঘরিয়া ইউনিয়নের টঙ্গীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এই গণসমাবেশে অতিথি ছিলেন তেঘরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদুল হক ও হবিগঞ্জ-এর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ। সভায় টঙ্গীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন প্রধান শিক্ষক জিতেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক। অতিথিবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে টঙ্গীরঘাট গ্রামের অনেক অভিভাবক স্কুলের কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদান করেন। তাৎক্ষণিকভাবে ৩৪ হাজার ৮ শত টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের অবকাঠামো সংস্কার, নতুন ভবন নির্মাণ ও রাস্তা পাকাকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়ে কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ ইতোপূর্বে ব্যক্তিগত খাত থেকে ২ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন এবং এই টাকা দিয়ে জনতা ব্যাংক, প্রধান শাখা, হবিগঞ্জে টঙ্গীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কল্যাণ তহবিল নামে একটি হিসাব খোলা হয়েছে।

গণসমাবেশে অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদুল হক ও হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আবদুর রউফ (ডানে)

হবিগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন চলছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কর্মসূচির আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নে ১৩টি, লস্করপুর ইউনিয়নে ১৩টি, নিজামপুর ইউনিয়নে ১৩টি এবং গোপায়া ইউনিয়নের ১১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রেণিকক্ষের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ফুলের বাগান তৈরি, পাঠদান পদ্ধতিতে উপকরণের ব্যবহার, শরীর চর্চার মাধ্যমে দিনের কার্যসূচি শুরু ইত্যাদি। এসব উদ্যোগের ফলে এ বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়গুলোর ফলাফল বিগত বছরগুলোর তুলনায় আশাব্যঞ্জক। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। এতে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়গুলোর সাথে স্থানীয় প্রশাসনের যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ জেলায় শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল

জামালপুরে 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর যৌথ আয়োজনে ২২-২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ওয়াচ কমিটি, শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, ইউপি সদস্য নিয়ে 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন আহম্মেদ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, জেলা প্রশাসক, জামালপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জুয়েল আশরাফ, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জুলফিকার আলী ও ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় ১২জন নারীসহ মোট ৩২ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীগণ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তারা নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামালপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শাহাবুদ্দিন খান (মাঝে)

কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা : শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি

১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর উদ্যোগে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি মিনহাজ উদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাজমা পারভীন মুন্নী। বিশেষ অতিথি ছিলেন হারুন অর রশিদ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মাদারগঞ্জ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকবৃন্দ। এ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও ওয়াচ কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

আবদুল হাই

ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সন্তুষ্টি প্রকাশ

মেহেরপুর জেলার চারটি ইউনিয়নে শিক্ষার মান উন্নয়নে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলার সাংবাদিক প্রতিনিধি দল। ২৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রতিনিধিদল আমদহ ইউনিয়নের রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দারিয়াপুর ইউনিয়নের দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়, মোনাখালী ইউনিয়নের রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সাংবাদিকগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, এসএমসি সদস্য, ওয়াচ কমিটি ও জনপ্রতিনিধিগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সাংবাদিকগণ ওয়াচ কমিটির কার্যক্রমের ফলে উপর্যুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নে অনেক ইতিবাচক ও দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখে মুগ্ধ হন এবং ওয়াচ গ্রুপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন জিটিভি ও বাংলাদেশ অবজারভার-এর মেহেরপুর প্রতিনিধি রফিক উল আলম, বাংলাভিশন ও ইত্তেফাক-এর জেলা প্রতিনিধি আবু লায়েচ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি আল আমিন হোসেন, ভোরের ডাক ও দৈনিক মাথাভাঙ্গা-এর ব্যুরো প্রধান মোঃ মহাসির আলী, এনটিভি-এর জেলা প্রতিনিধি রেজআন উল বাসার তাপস ও মাটির ডাক-এর জেলা প্রতিনিধি মোঃ আতাউর রহমান। এ সময়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য সচিব আশাদুজ্জামান সেলিম প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন।

দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ফুলের বাগান তৈরি

মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে দারিয়াপুর সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়, দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, পুরুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও শিক্ষকদের সম্মিলিত উদ্যোগে এসব বাগানে গাঁদা, গোলাপ, জবা, রজনীগন্ধা ও হাসনাহেনা ফুলের চারা রোপণ করা হয়েছে। এসব বাগানে ফুল ফুটে বিদ্যালয়ের শোভা বর্ধন করছে। ওয়াচ গ্রুপের সভাপতিত্ব মোঃ ওয়াজেদ আলী ও সদস্য মোঃ মোশারেফ হোসেন বলেন, আমরা শিক্ষক ও এসএমসি'র সহযোগিতায় বাগান ঘিরে বেড়া দেওয়ার কাজ নিজ হাতে করেছি। স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সদস্য, এসএমসি ও শিক্ষকমণ্ডলী বাগানের নিয়মিত পরিচর্যা ও উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন।

সাদ আহাম্মদ

শরাফপুর ইউনিয়নে মতবিনিময় সভায় সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়নে একমত পোষণ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। এতে করে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে শিশু ভর্তির হার, ঝরে পড়া রোধ, উপস্থিতির হার আগের থেকে বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো বেশি বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের আওতায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নে সামাজিক নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন শেখ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও স্লিপ কমিটির সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় সকলে সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়নে একমত পোষণ করেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পর্যালোচনা সভা: প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আশাবাদ ব্যক্ত

২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পর্যালোচনা সভা। এ সভার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র দাশ, সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সরদার মোজাফ্ফর হোসেন। এই সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়। উপস্থিত সকলে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বনশ্রী ভান্ডারী

ভোলার চরসামাইয়ায় ও ভেদুরিয়ায় রিভিউ এন্ড রিফ্লেকশন সভা: ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ও ভেদুরিয়া ইউনিয়নে রিভিও এন্ড রিফ্লেকশন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে চরসামাইয়া ইউনিয়নে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা পিটিআই'র তত্ত্বাবধায়ক শিরিন শবনম। চরসামাইয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মধ্যচরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম। ২৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে ভেদুরিয়া ইউনিয়নে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খলিলুর রহমান। ভেদুরিয়া ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অলিউল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন আঃ রশিদ মাস্টার, ব্যাংকের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহে আলম প্রমুখ। এ দুটি সভায় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

ভোলার চাঁচড়া ও ধলিগৌরনগরে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ভোলার লালমোহন উপজেলার চাঁচড়া ও ধলীগৌরনগরে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে চাঁচড়া ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চাঁচড়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ শামছুল হক মাস্টার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ শিরাজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য নিরব মাস্টার, অভিভাবক হুমাউন কবির, মোঃ হারুনুর রশীদ, প্রধান শিক্ষক অরুন কান্তি শীল প্রমুখ। শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার গ্রহণ করেন চরলক্ষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ কান্তি শীল। কৃতী শিক্ষার্থীর পুরস্কার গ্রহণ করেন জান্নাতুল নাঈম, খাদিজা বেগম, মোঃ তানজিল হাসান, মোঃ জুবায়ের হোসেন, সানজানিয়া সিদ্দিক। ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধলিগৌরনগর ইউনিয়ন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ জিয়াউল হক মাস্টার। বক্তব্য রাখেন এসএমসি সদস্য জসিম উদ্দিন, তছির উদ্দিন, অভিভাবক ইয়াকুফ শরীফ প্রমুখ। শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার গ্রহণ করেন করিমগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সচিন্দ্র চন্দ্র রায়। কৃতী শিক্ষার্থীর পুরস্কার গ্রহণ করেন মাসফিকা মাইন প্রিয়ান্তা, আজিজুল হক, উম্মে হুমায়ারা তাবাসসুম, মোসাম্মত সানজিদা আকতার, তামিম চৌধুরী, মোঃ শাকিল, মোঃ আনোয়ার হোসেন, সারমিন আক্তার।

হারুন উর রশীদ

গাইবান্ধার গজারিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও বাজেট প্রণয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গজারিয়া শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ সাজু মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. কে. এম. আমিরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। গজারিয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি'র সভাপতি, পিটিএ সদস্য, ইউপি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় চলমান কাজের পর্যালোচনা করা হয় ও ৭৫ হাজার টাকার বার্ষিক বাজেট উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত সকলেই নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে যথাযথ দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকার করেন। এ সভার ফলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোছাঃ আয়শা বেগম।

গাইবান্ধার মুক্তিনগর ও সাঘাটা ইউনিয়নে সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে এবং ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে সাঘাটা সদর ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিনগর ইউনিয়নে মতবিনিময় সভায় মোঃ জাবেদ আলী সর্দারের সভাপতিত্বে এবং সাঘাটা সদর ইউনিয়নে ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আইয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাঘাটা ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল বাকী সরকার। মতবিনিময় সভায় প্রতিটি ইউনিয়নের ৫টি করে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, স্লিপ সদস্য, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিনগর ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ধানঘড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মকবুল হোসেন। সাঘাটা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও উত্তর সাথালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু তালেব। এ সভায় কমিউনিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসএমসি, পিটিএ ও স্লিপ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া ও দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা এবং মুক্তিনগর ও সাঘাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

আনছারুজ্জামান

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভা

৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রতিফলন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ২নং হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন সরকার (বীর মুক্তিযোদ্ধা), বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আতিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সভাপতি মোঃ গিয়াস উদ্দিন। এছাড়াও শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, ইউপি সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ৩-এর আলোকে কর্ম এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই হচ্ছে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। সভায় চলতি বছরের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অতিথিবৃন্দ বলেন, আমাদের সকলের উচিত ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটির উদ্যোগে বিশ জোড়া বেঞ্চ প্রদান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা যৌথভাবে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ কাজ করে আসছে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও বিদ্যালয়ে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা কমিউনিটির লোকজন স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে। হোগলা ইউনিয়নে সাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭৫০ জন। দুইটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটি বিল্ডিং ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় সরকারিভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এখন প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ নেই, এমন কি শিক্ষার্থী বসার মতো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিশেষ করে বেঞ্চ ছিল না। শিক্ষার্থীরা মেঝেতে বসে ও দাঁড়িয়ে ক্লাস করত। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কষ্ট দেখে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অনুপ্রেরণায় কমিউনিটির লোকজন এগিয়ে আসে। এ বছরের শুরুতেই কমিউনিটি বিশ জোড়া বেঞ্চ তৈরি করে বিদ্যালয়কে দেয়। বিশ জোড়া বেঞ্চ তৈরি করতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এবং বৃত্তিপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের ঝাঐল, ভদ্রঘাট, ধানগড়া, পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ২০১৪ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ এবং বৃত্তিপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী শিক্ষা অফিসার, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিকসহ ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জিপিএ বা বৃত্তি লাভের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। ফলে তারা লেখাপড়ায় আরো মনোযোগী হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষার্থীরা পুরস্কার পাওয়ায় তাদের অভিভাবকরাও আনন্দিত হন।

ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী ও ঝাঐল ইউনিয়নে এপ্রিল ২০১৫ মাসে পৃথক পৃথকভাবে দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ইউপি সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয় এবং উভয় পক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মতামত উপস্থাপন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউপি সদস্যদের এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের করণীয় বিষয়েও এ সভায় আলোকপাত হয়। এ আলোচনার মাধ্যমে ইউপি সদস্য এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয় এবং উভয় পক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

আরিফুল ইসলাম

রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : ইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০১৩ ও '১৪ সালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের খুব কাছের একটি গ্রাম রাইপুর। এই গ্রামের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯২৯ সালে হাজী মোজাম্মেল হক, ইসমাইল গাইন ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০১ জন, শিক্ষক ১১ জন। এখানে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এ বিদ্যালয়ে ভবন ২টি। ৫০১ শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র ৯টি। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টায় সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শপথপাঠ ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এক নাগাড়ে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুল চলে।

এ বিদ্যালয়টির পূর্বের অবস্থা খুব একটা ভাল না থাকায় উন্নয়নের হাল ধরেন প্রধান শিক্ষক নারগিস পারভীন। সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্থানীয় সমাজ সেবক মোঃ রফিকুল ইসলাম। এসএমসি, স্থানীয় অভিভাবক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের কঠোর পরিশ্রমে ২০১২ সাল থেকে বিদ্যালয়টির পরিবেশ ও শিক্ষার মান আবার উর্ধ্বমুখী হতে থাকে।

এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আলাদা টয়লেট স্থাপন, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ আয়োজিত আনন্দায়ক শিক্ষা ও শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ে শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন- ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, মিলাদ মাহফিল ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

এখানে প্রতি ৩ মাস পরপর মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার বিষয়, বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। এতে করে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে মায়েদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হচ্ছে।

বিদ্যালয়টিতে বছরের শুরুতে তৈরি করা হয় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা বছর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে। এ বিদ্যালয়ে একটি স্টুডেন্টস কাউন্সিল আছে। এর সদস্যরা বছরব্যাপী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শিক্ষকদের সহায়তা করে থাকে।

কমিউনিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ নানা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফুলের বাগান তৈরি, শ্রেণিকক্ষগুলো বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে সাজানো এবং কবিদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়ে শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আন্তরিক চেষ্টায় অভিভাবকরা সচেতন হয়ে উঠেছেন।

আশা করা যায়, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরো সাফল্য অর্জন করবে। এ ব্যাপারে এসএমসি ও শিক্ষকগণ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

লাবনী খাতুন

ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : উন্নয়নে অংশগ্রহণের সূচনা

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত হলো ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ফকিরাবাদ হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি পিছিয়ে পড়া গ্রাম। এ গ্রামের প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ দিনমজুরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পিছিয়ে পড়া একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন যোগদানকারী প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ এ বিদ্যালয়টিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করেছেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এসএমসি সভায় এ বিদ্যালয়ের জন্য একটি কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি মাটির ব্যাংকে প্রতিমাসে শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করবেন। এসএমসি সভার পরে অনুষ্ঠিত মা সমাবেশে এই কল্যাণ তহবিলের বিষয়ে আলোচনা হয়। মায়েরা প্রতি মাসে ২ টাকা করে এই মাটির ব্যাংকে জমা দেওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। উভয় সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর মোঃ কামাল হোসেন মজুমদার।

মা সমাবেশে উপস্থিত মায়েরা ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কল্যাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগে হাত তুলে সমর্থন জানান

মেনকীফান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য নির্মাণাধীন শ্রেণিকক্ষ

ভোলায় অনুষ্ঠিত 'কেমন বই চাই' শীর্ষক ক্যাম্পেইন-এর উদ্বোধনী পর্বে অতিথিবৃন্দ

বিরিশিরি ও দুর্গাপুর ইউনিয়নে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিরিশিরি ও দুর্গাপুর ইউনিয়নে নানাবিধ কাজ করে আসছে। বিরিশিরি ও দুর্গাপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রচেষ্টায় এসএমসি মিটিং, মা/অভিভাবক সমাবেশ, পিটিএ সভা করার ফলে কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ও ঝরেপড়া রোধ হয়েছে। ওয়াচ গ্রুপ এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পাশের হার বেড়ে গেছে, আগের চেয়ে A+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের একটি দল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল গাইবান্ধার শিবরাম সরকারি আদর্শ ও গাজীপুরের লতিফপুর সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শিত বিদ্যালয়ের অনুসরণে দুর্গাপুর ইউনিয়নের ফারংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ একটি চিড়িয়াখানা ও ফুলের বাগান নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ, মনীষীদের ছবি ঝুলানোসহ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের নামাকরণ করা হয়েছে এবং উপকরণের ব্যবহার অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় মেনকীফান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য আলাদা কক্ষ না থাকায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও এলাকাবাসী শিক্ষকগণের সহায়তায় গাইবান্ধার শিবরাম সরকারি আদর্শ বিদ্যালয়ের আদলে একটি গোলঘর নির্মাণাধীন রয়েছে এবং একটি ঔষধি বৃক্ষের বাগান তৈরি করা হয়েছে।

বিরিশিরি ইউনিয়নে শিক্ষক সংকটের জন্য ওয়াচ গ্রুপের অনুপ্রেরণায় কল্যাণ কমিটির মাধ্যমে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে দুর্গাপুর ইউনিয়নে ১৩টি A+ ও বিরিশিরি ইউনিয়নে ৬টি A+ পেয়েছে, যা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয় উপকরণ দ্বারা সজ্জিতকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে এসএমসি ও পিটিএ সভা, মা সমাবেশ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়মিত করা হচ্ছে। ফলে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম

ভোলায় 'কেমন বই চাই' ক্যাম্পেইন : পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের সুপারিশ

১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত নিতে 'কেমন বই চাই' শীর্ষক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলার জেলা প্রশাসক মো: সেলিম রেজা। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুদ্দিন শাহিন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রাণ গোপাল দে, এভারেস্ট বিজয়ী এম. এ. মুহিত, জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠানে পাঠ্যবই সম্পর্কে উত্থাপিত শিক্ষার্থীদের সুপারিশের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

পঞ্চম শ্রেণি

১. ইংরেজি বইয়ের প্রতি অধ্যায় শেষে শব্দার্থ সংযুক্ত করতে হবে।
২. বইয়ের গল্পগুলোতে আরো বেশি ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
৩. প্রতি অধ্যায় শেষে মডেল সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর থাকতে হবে যাতে গাইডবই পড়তে না হয়।
৪. বইয়ের মলাট ও পাতা ল্যামিনেট করতে হবে যেন বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট না হয়।
৫. বইয়ের ছবিগুলো আরো বড়, রঙিন ও পরিষ্কার হতে হবে।
৬. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের মতো বাকি বইগুলোও চার রঙা হতে হবে।
৭. ইংরেজি বইয়ে বেশি করে কথোপকথন যুক্ত করতে হবে।

অষ্টম শ্রেণি

১. সকল বিষয়ে প্রতি অধ্যায় শেষে শব্দার্থ সংযোজন করতে হবে।
২. বইয়ের ছবিগুলো চার রঙা, বড় এবং স্পষ্ট হতে হবে।
৩. বইয়ের বিশেষ শব্দ ও বাক্যগুলো রঙিন হতে হবে।
৪. প্রতিটি বইয়ের অধ্যায় শেষে নমুনা সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর সংযুক্ত করতে হবে।
৫. বাংলা বইয়ের পাঠ পরিচিতি ও কবি পরিচিতি আরো বড় এবং সহজ হতে হবে।
৬. জ্যামিতিতে যে উপপাদ্যগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো আরো বোধগম্য ও উপযোগী করে লিখতে হবে।

শাকিলা মতিন মৃদুলা, হারুন উর রশীদ

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org